দৈনিক ইনকিলাব ১৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

ইংরেজী ভাষার চর্চা

আমাদের দেশে ইংরেজী চর্চা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে ইদানীং নানা পত্র-পত্রিকায় বিতর্কের ঝড় উঠেছে। দেরী করে হলেও এটা আশার কথা যে, সম্প্রতি কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী ভাষার উপরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলছেন। এটা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ইংরেজীকে একেবারে হটিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে প্রকারান্তরে দেশের সর্বাত্মক উন্নয়নকে আমরা পঙ্গু করে দিচ্ছি।

আজ দেশ স্বাধীন। আমরা সবাই স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে নিজেদের এবং দেশের উন্নতিতে শরীক হতে চাই এবং তা করতে হলে বাংলা ভাষার সাথে সাথে সর্বস্তরে আমাদের ইংরেজীও জানতে হবে, শিখতে হবে যাতে করে উন্নয়নশীল দেশের সাথে সব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দেশের জনসাধারণ যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অতি কৌশলের সাথে জনসাধারণকে ইংরেজী শিক্ষা হতে দূরে রেখে পক্ষান্তরে পৃথিবীর উন্নয়নের ধারা হতে দূরে সরিয়ে রাখছে যাতে করে সমাজের এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ব্যক্তির সন্তানেরা বিদেশে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ইংরেজী শিখে এদেশে এসে দেশের কর্ণধার হয়ে বসতে পারে। বাংলা ভাষার প্রতি সত্যিকারের দরদ দেখাতে হলে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় যারা পারদর্শী তাদেরকেই সর্বাগ্রে দেশের শীর্ষস্থানীয় পদে বহাল রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা অপাংক্তেয়। বিশেষ করে, যারা বাংলা সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন তারা তো সমাজে করুণার পাত্র। বাংলা ভাষার সাথে সাথে ইংরেজী ভাষায় বাংলার চেয়েও বেশী পরদর্শিতা না থাকলে এরূপ কোন পদ কেউ পায় না। তাই আজ বাংলা ভাষাকে দেশের সর্বসাধারণের জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় করে সমাজের উঁচু স্তরের ভাগ্যবান ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা বিদেশ হতে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে নিজেদের ভাগ্য গড়ছেন। আর সর্বসাধারণ যেহেতু বাংলা ভাষা বেশী করে চর্চা করছে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে তাই বেশী করে নীচে নেমে যাচ্ছে।

দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজী আমলের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চেয়েও নিম্ন পর্যায়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

আজ দেশে উচ্চ কারিগরি শিক্ষা, উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি— সবকিছুর ক্ষেত্রেই ইংরেজী বইয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। আমার জানামতে, কয়েকজন মেধাবী ডাক্তার শুধুমাত্র ভাল ইংরেজী না জানার জন্য বিদেশে চাকুরী করতে যেতে পারেনি। এসব অবস্থা দেখেই দেশে আজ কিন্ডার গার্টেন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এত জমজমাট ব্যবসা। শহরের সব অভিভাবক তাদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দেবার প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। বিত্তবানেরা টাকার জোরে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের জন্য সন্তানদের বিদেশে পাঠাতে যারপরনাই তৎপর। বাংলা ভাষাকে যদি সত্যিকারের সম্মান দেখাতে হয় তাহলে এই সব শ্রেণীর কর্তা ব্যক্তিরা কেন তাদের সন্তানদের ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য এত উদ্বিগ্ন। অথচ কর্তা ব্যক্তিরাই বাংলা ভাষাকে সর্বসাধারণের জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় করে নিজের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী ভাষা শিখাতে অতি উদ্বিগ্ন। বিষয়টি সরকার তথা সংশ্লিষ্ট মহলের গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

—এন, আই, তালুকদার